দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 NOV 2012 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .... ১ .....

প্রথম আলো

এসএসসি পরীক্ষা

অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে ঢাকার স্কুলগুলো

ইফতেখার মাহমুদ ●

রাজধানীর বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো এবারও মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষার ফি বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিভাগভেদে পরীক্ষার ফি এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণ করলেও এসব প্রতিষ্ঠান চার থেকে নয় হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অজুহাত হিসেবে এসব স্কুল জুন পর্যন্ত বেতন এবং অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার কথা উল্লেখ করছে। কিন্তু ওই টাকা হিসাবে ধরলেও বেশির ভাগ স্কুল বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে কয়েক গুণ অর্থ আদায় করছে। তবে সরকারি স্কুলগুলো বোর্ডের নিয়মেই ফি নিচ্ছে।

অতিরিক্ত ফি আদায়ে শীর্ষে রয়েছে মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়। তারা বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আট হাজার ৩০০ ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য আট হাজার ৫৫০ টাকা আদায় করছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আদায় করা হচ্ছে পাঁচ হাজার ২০০ টাকা। ভিকারুননিসা নূন স্কুল নিচ্ছে তিন হাজার ৩৭০ টাকা।

অতিরিক্ত ফি পরিশোধ করতে গিয়ে অভিভাবকেরা আর্থিক চাপের মধ্যে পড়ছেন। অভিভাবক ও অভিভাবক প্রতিনিধিরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু নামীদামি স্কুলের পরিচালনা কমিটির প্রধান হিসেবে প্রভাবশালী সাংসদেরা জড়িত থাকায় অভিযোগ উঠলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন বলেন, অতিরিক্ত ফি নিয়ে গতকালও আলোচনা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে মনিপুর স্কুল, খিলগাঁও স্কুলসহ চারটি স্কুলের বিরুদ্ধে বোর্ড নির্ধারিত ফির চেয়ে ছয় গুণ অর্থাৎ আট হাজার টাকার ওপরে অর্থ আদায়ের অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যান্য স্কুলের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শীর্ষে মনিপুর স্কুল: রাজধানীর অন্যতম শিক্ষার্থীবহুল প্রতিষ্ঠান মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে এ বছর এক হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দেবে। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ফরম পূরণ হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ নোটিশ টাঙিয়ে সাড়ে আট হাজার টাকা ফি নিচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে ঢাকার স্কুলগুলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার-নির্ধারিত এক হাজার ২০০ টাকা ফির বাইরে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার কারণ হিসেবে স্কুল পরিচালনা কমিটি শিক্ষার্থীদের জন্য মিলাদ, বিদায় সংবর্ধনা, মডেল টেস্ট নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে।

একজন অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যরা অতিরিক্ত টাকার একটা বড় অংশ ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন। এর কোনো জবাবদিহি নেই।

এখানকার পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদার। কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী। রাজধানীর বেশির ভাগ বেসরকারি স্কুলের চিত্র কমবেশি একই রকম।

মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০১০ সাল থেকেই এই ফি আদায় হচ্ছে। এবার নতুন করে কোনো অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে না। বাইরের যেকোনো কোচিং সেন্টারে এসএসসি মডেল টেস্ট দিতে গেলে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিলাদ ও জাঁকজমকপূর্ণ বিদায় সংবর্ধনার জন্য অনেক খরচ হয়। মডেল টেস্টসহ সব খরচ মেটাতে সাড়ে আট হাজার টাকা নেওয়া হয়।

আইডিয়াল স্কুল থেকে এ বছর এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৪৫ দিন ক্লাস নেওয়ার কথা বলে বোর্ডের ফির অতিরিক্ত তিন হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের স্কুল ছুটির পরও অতিরিক্ত ক্লাস শুরু হয়। এ সময়ে যাঁরা ক্লাস নেবেন ও কাজ করবেন, তাঁদের এই অতিরিক্ত টাকা প্রণোদনা হিসেবে দেওয়া হয়। এ টাকা স্কুলের তহবিলে যায় না।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল থেকে এ বছর এক হাজার ৩৫৭ জন এসএসসি পরীক্ষা দেবে। এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ফি ও চার মাসের বেতনসহ নেওয়া হচ্ছে তিন হাজার ৩৭০ টাকা। অন্য যেকোনো স্কুলের তুলনায় তারা অনেক কম টাকা নিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষার্থীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা ফি অনেক কম রাখছি।'

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সামগ্রিক আয়োজন এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকে শিক্ষা বোর্ড। স্কুলগুলো পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ড থেকে অতিরিক্ত অর্থ পায়। তারা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ টাকা বোর্ডের কাছে জমা দিচ্ছে। স্কুলগুলো নভেম্বরের পর সাধারণত কোনো ক্লাস নেয় না। ফলে কেউ অতিরিক্ত অর্থ নিলে তা বেআইনি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর রাজধানীর ৫০০টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। পরীক্ষা শুরু হবে ফেব্রুয়ারি থেকে।